দৈনিক সংবাদ

১৮

তারিখ ... AUG 7 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কোচিং কালচার কথকতা

বিশেষ প্রতিবেদন

ড. নিতাই দাস

মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করা কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গণমাধ্যম কর্মীদের যাওয়া একটি সাধারণ ঘটনা। বাবা-মায়ের অনুভূতি, কৃতিত্ব অর্জনকারীদের পড়াশুনার মিনিট ঘন্টার হিসাব ছাড়াও ভবিষ্যতে কে কি হতে চায় তাও জ্ঞাত করানোর উদ্যোগ নেয়া হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে। কয়েক বছর আগেও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা। ইদানীং এগুলো গতায়ু স্বপ্নের অন্তর্ভুক্ত। তার বদলে স্বপ্নের ভুবনে নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কিংবা স্ট্যান্ড করা ছাত্রছাত্রীদের কাছে গৃহশিক্ষক বিষয়েও জানতে চাওয়া হয়। কারও কারও সব বিষয়ের জন্য গৃহশিক্ষক রাখার কথাও জানা যায়। কেউ কোচিং সেন্টারে, কেউ শিক্ষকের কাছে ব্যাচে পড়েছে বলেও তথ্য সংগ্রহকালে জানা যায়। স্কুল-কলেজে অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই শিক্ষা গ্রহণ করে পরীক্ষার মেধা তালিকায় নাম তুলতে পেরেছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা একটি বিরল ঘটনা। অথচ এমনি বিরল বিষয়কে কেন্দ্র করেই বক্তব্য দিয়েছে এবারের কৃতী ছাত্রছাত্রীরা।

গত ১৮ই জুনের বিভিন্ন দৈনিকের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার সময় অনেকে কৃতী ছাত্রছাত্রীই কোচিং কালচার বন্ধ করার পক্ষে মতামত প্রদান করেছে। প্রসঙ্গটিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে তারা বলেছে, শিক্ষকরা স্কুলে পড়ানোর চেয়ে কোচিং সেন্টার পরিচালনা কিংবা প্রাইভেট পড়ানোর প্রতিই বেশি আগ্রহী। তাদের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষে কার্যত তেমন কোনো জ্ঞানই লাভ করতে পারে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগটি যে মোটেই অসত্য নয় তা একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকেও স্পষ্ট হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে অংক, ইংরেজি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উপর জ্ঞান দেন এমন কোনো শিক্ষকের বাড়ি পাওয়া কঠিন, যাদের বাড়িতে একটি জ্ঞান বিক্রয়ের কেন্দ্র নেই। সকাল-সন্ধ্যা এসব কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে আসে নির্দিষ্ট অংকের অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ে জ্ঞান আহরণের জন্যে।

এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান দানের খাতায় স্বাক্ষর করে শিক্ষকরা যে অর্থ পান তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্থ আমদানি হয় অনেক শিক্ষকের ঘরে। ফলে শিক্ষকরা আজ আর সনাতন যুগের মুষ্টিভিক্ষা কিংবা সাত টাকা বেতনের অনাহার-অর্ধাহারের যুগে নেই। বরং লাখপতি-কোটিপতিও বনে চলেছেন দলে দলে। এই চিত্র শুধু রাজধানীতে কিংবা নগরে বন্দরেই সীমিত নয় বরং শহর-গ্রাম নির্বিশেষে সারাদেশেই বিস্তার লাভ করেছে, অনেকটা 'বানের পানির লাহান'।

এমন কয়েকজন শিক্ষকের কথাও শুনেছি যারা বাড়ি গাড়ি শুধু নয়, অভিজাত বিপণি বিতানসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে নিয়োজিত আছেন। তাদের সন্তানরা বিদেশে পড়তে যায়, তারা বেড়াতে যান ইউরোপ আমেরিকায়।

ব্যাপারটা এখানে থেমে থাকলেও একটা মাত্রা থাকে; কিন্তু কালে কালে জ্ঞান বিক্রির রাজ্যের সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুযোগে গড়ে ওঠা সংরক্ষিত কায়দায়। স্কুল-কলেজের পাশাপাশি কাজকাল গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। এগুলো অনেকটা নিবন্ধনবিহীন বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা এগুলোর মালিক অথবা এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট। কেউ কেউ এখানে ছাত্র পাঠিয়ে কমিশন পান বলেও শোনা যায়। অনেকটা হাসপাতালের অনেক ডাক্তারের মতো কারবার। হাসপাতালে চিকিৎসা না করে নিজস্ব ক্লিনিকে অথবা কমিশন পাওয়া যায় এমন ক্লিনিকে রোগী পাঠানোর মতো ব্যবস্থা হয় এসব কোচিং সেন্টারে।

ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাস করার পর বিকেলে কিংবা সকালে হাজিরা দেয় এসব উচ্চমূল্যের কোচিং সেন্টারে। অনেকটা স্কুলের মতোই ক্লাসরুম ভর্তি ছাত্রছাত্রী নিয়ে চলে এসব কোচিং ব্যবসা। আর এই ব্যবসার সার্ভিস চার্জও অনেকটা আকাশ ছোঁয়া। ভর্তি হতেই কয়েক হাজার টাকা, মাস মাস হাজার হাজার টাকা বেতন, পরীক্ষার ফিও কয়েক হাজার। ভাল ফলের প্রত্যাশায় বাবা-মায়েরা ঠেলে দেয় তাদের সন্তানদের দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কুল তথা কোচিং সেন্টারে। দুই দফা স্কুল করে ছাত্ররা নিজেরা পড়বে কখন? ফলে শুধু পাঠ্যবই থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে তা উদগীরণ করেই প্রত্যাশা করতে হয় সব বিষয়ে লেটার পাওয়ার।

কৃতী ছাত্ররা অভিজ্ঞতা থেকেই সম্ভবত দাবি উত্থাপন করেছে কোচিং কালচার বন্ধ করার জন্য। সেই সাথে তারা সমালোচনা করেছে স্কুলে ভাল করে না পড়িয়ে শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর। বিদ্যা নিয়ে যে ব্যবসা চলছে দেশ জুড়ে এবং যা দিনে দিনে ধারণ করছে ভয়াবহ আকার তা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য যে মঙ্গল বয়ে আনবে না সে সম্পর্কে সচেতন হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রজন্মের প্রতিনিধিরাই। সেজন্য তারা অবশ্যই ধন্যবাদ আশা করতে পারে তাদের জ্যেষ্ঠতম প্রজন্মের কাছ থেকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ধন্যবাদ জানিয়েই কি আমরা আমাদের করণীয় শেষ হয়েছে বলে মনে করতে পারি? নাকি আমাদেরও করার কিছু আছে?

ছাত্ররা কেন প্রাইভেট পড়তে যায় কিংবা অভিভাবকরা কেন তাদের সন্তানদের ঠেলে দেয় কোচিং সেন্টারে? প্রশ্নটির উত্তর হবে একটিই- 'স্কুলে ভাল পড়া হয় না? ভাল পড়া হয় না কেন? শিক্ষক ভাল নেই বলে?

শেষ প্রশ্নটিকে আমলে নেয়া কঠিন। কারণ শিক্ষকরাই তো বাসায় প্রাইভেট পড়ান অথবা কোচিং সেন্টারে বক্তৃতা দেন। কিছুদিন আগে দু' তিনজন শিক্ষকের সাথে এসব বিষয়ে কথা হচ্ছিল আড্ডার মুক্ত বিষয় হিসেবে। স্কুলে অংক পড়ান এমন একজন শিক্ষকের বক্তব্য হলো ঃ অনেক নতুন বিষয় যুক্ত হয় সিলেবাসে যেগুলো ছাত্ররা ঠিকভাবে বুঝতে পারে না স্কুলের বড় জমায়েতে। তাই তাদের প্রাইভেট টিউটরের দ্বারস্থ হতে হয়। কলেজ শিক্ষকের বক্তব্য ছিল ভিন্নতর। ছাত্ররা ঠিকমত ক্লাস করে না, ফলে তারা পরীক্ষায় পাসের জন্য ব্যাচে পড়তে আসে।

যুক্তি হিসেবে কথাগুলো মন্দ নয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক গলদ আছে- এ কথা সত্য। ক্লাসরুমে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত প্রত্যাশিত মাত্রায় থাকে না, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয় পাঠ্যক্রমে, নিয়মিত ক্লাস হয় না রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে। কিন্তু এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ চুকিয়ে কি শিক্ষাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রভিত্তিক বাণিজ্যের উপাদানে পরিণত করতে হবে? কোচিং সেন্টার কিংবা শিক্ষকের বাসায় যদি পড়ানো যায় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে বাধা কোথায়? নাকি সবটাই শিক্ষকদের পকেট ভারি করার জন্য অশুভ চক্রান্তের অংশ বিশেষ।

বিভিন্ন পর্যায়েই আমাদের দেশে অনাচার লক্ষ্য করা যায়। অফিসের বড় কর্তা বেনামে কন্ট্রাক্ট নেন অফিসের কাজের। দারোয়ান পান-বিড়ির দোকান দেন গেটে। কর্মচারী ক্যান্টিন খোলেন শালা ভাইয়ের মাধ্যমে। এছাড়াও আছে নানাবিধ অবৈধ পন্থা। এহেন সমাজে শিক্ষকরা যদি দু'পয়সা কামাই করেন ছাত্র পড়িয়ে তাতে আপত্তি উঠবে কেন?

শিক্ষকদের সচ্ছল হওয়াতে কারও আপত্তি থাকতে পারে না; কিন্তু তাতে যে ধস নামে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায়। এক সময়ে বলা হতো, শিক্ষকরা পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক পান না। তাই টিউশনি করতে বাধ্য হন। এখন তো সরকারি অনুদান পর্যাপ্ত, বেতনও অন্য সেক্টর থেকে কম নয়। তারপরও কোটিপতি হওয়ার সখ মিটাতে গিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা তথা নতুন প্রজন্ম গড়ার প্রক্রিয়ায় কি আসেনিক ঢুকিয়ে দিতে হবে?

প্রাইভেট পড়ানো হয়তো প্রয়োজন হতে পারে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু পিছিয়ে পড়া ছাত্রের জন্য। কিন্তু তা যদি ভাল ফল করা তথাকথিত কৃতী ছাত্রদের জন্যও হয় তাহলে তাদের কৃতিত্বটা কোথায়?

আসলে আমাদের শিক্ষা পরিমাণে যত বাড়ছে গুণে ততটা বাড়ছে না। পরিমাণ-গুণের ভারসাম্যহীনতার কারণে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাতেই বিরাজ করছে একটি সমস্যা-সংকটের বাস্তবতা। এই সংকট উত্তরণের জন্য সরকারকে তো অবশ্যই, তার পাশাপাশি জাতীয়ভাবেও সমগ্র জনগোষ্ঠীর উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। এই উদ্যোগে যদি শিক্ষক সমাজকেও শামিল করা যায় তাহলে আমরা কৃতী ছাত্রদের প্রত্যাশা মোতাবেক একটা গুণসম্পন্ন শিক্ষা স্তরে উত্তরণ করার আশা করতে পারি। অন্যথায় ভবিষ্যতের বিপর্যস্ত শিক্ষা রথের চাকা যে কোথায় যাবে তা কেউ বলতে পারছে না।